দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

222

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলীর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হবে কি?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কড়া আদেশবলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থানা কিংবা জেলায় বদলীর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কোন্ মহলের স্বার্থে কিংবা কোন্ রহস্যের কারণে এ স্থগিতাদেশ বহাল রয়েছে? এ বদলীতে তো সরকারের রাজস্ব কিংবা উন্নয়ন খাতে কোন ঘাটতি পড়ছে না! কোন কোন মহলের ধারণা, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে অনেকেই স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়ে বিদায় নেবে। ফলে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল তাদের সুবিধামত শূন্যপদসমূহ পূরণ করার সুযোগ পাবে। অথচ শিক্ষাদান একটি মানসিক প্রক্রিয়া। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জোর করে এক জায়গায় আটকে রাখার মানেই হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করা। দ্বীপাঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাদের নিজ থানায় কিংবা জেলার বাইরে বিয়ে হয়েছে তাদের অবস্থা তো আরো সংকটময়। শুধুমাত্র দু'বেলা দু'মুঠো খেয়েপরে জীবন ধারণের তাগিদে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছ থেকে দূরে অবস্থানে বাধ্য হচ্ছে। মিউচুয়েল বদলীর ব্যাপারেও একই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু চাকুরীর ধরন বদলীযোগ্য হলেও সরকারের চিন্তাধারায় তা বিপরীত ধর্মী মনে হচ্ছে। যে কারণেই হোক না কেন, এ দীর্ঘস্থায়ী স্থগিতাদেশ অমানবিক এবং মৌলিক অধিকার ভোগের পরিপন্থী। অচিরেই এ কানুন প্রত্যাহার করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্বামীর কর্মস্থলে কিংবা তাদের সুবিধামত স্কুলে বিধি মোতাবেক বদলীর আদেশ প্রদান করা অপরিহার্য বলে মনে করি।

—একরামুল হক ভূঞা, সিনিয়র শিক্ষক, বাড়বকুন্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।